Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ এপ্রিল, ২০১৭

৪০ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৪ এপ্রিল, ২০১৭, সোমবার, ১০ বৈশাখ, ১৪২৪

অ্যালয় স্টিল প্ল্যাট বাঁচাতে বৃহত্তর লড়াই-এর প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ এপ্রিল : অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচাতে আরও বৃহত্তর লড়াই-এর প্রস্তুতি শুরু করে দিল ট্রেড ইউনিয়ন সহ অন্যান্য গণ-সংগঠন সমূহের যৌথ মঞ্চ। এ.এস.পি স্টেডিয়ামের প্যাভেলিয়নে এক যৌথ সভায় এই কর্মসূচি স্থির হয়েছে। আগামী দিনে দুর্গাপুরের সমস্ত কারখানার প্রতিনিধিদের নিয়ে কারখানা বন্ধ ও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করতে এক বিশাল যৌথ কনভেনশনের আয়োজন করা হবে। এছাড়া, আগামী ২৬ এপ্রিল অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের মেইন গেটে যৌথ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিনয়কিশোর চক্রবর্তী, বিকাশ ঘটক, অনীত মল্লিক, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, রবি ঠাকুর, বাদল চক্রবর্তী, মহাব্রত কুণ্ডু, সুবীর সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়।

ল'কমিশনের প্রস্তাবিত বিলের কপি পুড়লো কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ এপ্রিল, কালনা : আদালত চত্বরে 'ল' কমিশন প্রস্তাবিত এ্যাডভোকেট আইন-২০১৭-র কপি পুড়িয়ে এই বিলের প্রতিবাদ করলেন কালনার আইনজীবীরা। প্রথমে তারা মিছিল করে আদালত চত্বর পরিক্রমা করেন। কালনা আদালতের সামনে সভা হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন প্রভাত সাহা, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পার্থসারথি কর প্রমুখ। তাঁরা বলেন, নায্য দাবি আদায়ে কর্মবিরতি, আদালতে অনুপস্থিত থাকা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। প্রস্তাবিত বিলে আমাদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা খুবই অপমানজনক। তাই এই বিল বাতিলের দাবি করছি।

সাথে 'ল' কমিশনের চেয়ারম্যান বি এস চৌহানের পদত্যাগের দাবি তুলছি। দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

লেনিনের জন্মদিনে আহ্বান

২২ মে নবান্ন অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ এপ্রিল : রুশ বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন-এর ১৪৮তম জন্মদিবস এবং ৫ মে—দার্শনিক কাল মার্কস-এর ২০০তম জন্মদিন, ২২ মে নবান্ন অভিযান ও ১ মে-র জনসভা, এই তিন কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিকেল ৫টায় বিডিও অফিস পাড়ায় জোনাল কমিটির ডাকে একটি কর্মীসভা হয়। বিশ্ব শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে এই দুই মহান সাথীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আলোচনা করেন সমর ঘোষ। তিনি কাল মার্কস ও লেনিনের মতবাদ, আদর্শ, পার্টির ইস্তেহার এই সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান, তৃণমূলের দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আপোষ-এর প্রতিবাদে সমবেত হয়ে সকলকে রাস্তায় নামার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মতাদর্শের ভিত্তিতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেই সেই লক্ষের পথে আমাদের অগ্রসর হতে

হবে। নয়া উদারবাদী নীতি এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্থান গুরুতর সংকট গোটা দেশের। একদিকে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তদের জীবন জীবিকা বিপন্ন, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ এক শতাংশের নিচে নেমে গেছে। অন্যদিকে কল-কারখানার বেসরকারিকরণ ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জী। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেমারি জোনাল সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার। কর্মীসভায় প্রায় চার শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় লেনিন-এর জন্মদিন পালিত জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ এপ্রিল : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার লেনিন-এর ১৪৮তম জন্ম পালিত হল জেলা জুড়ে। সিপিআই(এম)-র উদ্যোগে জেলা জুড়ে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, আলোচনাসভা সংগঠিত হয়েছে জেলার সর্বত্রই। বর্ধমান জেলা দপ্তরে লেনিন-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শহরের চারটি লোকাল কমিটি ও জোনাল দপ্তরেও লেনিনের জন্মদিন পালিত হয়। গলসীতে রূপালি সিনেমা হলে একটি সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার। উপস্থিত ছিলেন আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, সৈয়দ হোসেন, প্রতুল রায় প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কমল সরকার। এদিন গলসী বাজারে ২২ মে নবান্ন অভিযান সফল করার আহ্বান জানিয়ে একটি মিছিল হয়।

'এই সময় ও সাম্প্রদায়িকতার বিপদ' শীর্ষক আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : রানিগঞ্জে কয়লা শ্রমিক ভবনে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রানিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির মুখপত্র 'সমাজ সংস্কৃতি' পত্রিকার পক্ষ থেকে "এই সময় ও সাম্প্রদায়িকতার বিপদ" শীর্ষক আলোচনা সভা সংগঠিত হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণশক্তি পত্রিকার বার্তা সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী। সমাজ সংস্কৃতি পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুপ মিত্র রচিত 'কয়লা খনির কান্না ও বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন প্রবীণ খনি আন্দোলনের নেতা নবকুমার মিশ্র। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক রুনু দত্ত। উপস্থিত ছিলেন কয়লা শ্রমিক

—এরপর চারের পাতায়

কালিকাপ্রসাদ স্মরণ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ এপ্রিল, বর্ধমান : বর্ধমান সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে সন্ধ্যায় 'মৃত্যু কেবল মিথ্যে হোক' এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কালিকাপ্রসাদকে স্মরণ করলেন শহরবাসী। আবৃত্তি ও সঙ্গীতে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন খ্যাতনামা গায়ক শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার প্রমুখ। প্রারম্ভিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তনু চক্রবর্তী। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মৌসুমী মুখার্জী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৌশিক চক্রবর্তী। উল্লেখ্য যে ৭ মার্চ হুগলির গুড়াপ-এর কাছে এক পথদুর্ঘটনায় আহত হয়ে কালিকাপ্রসাদ বর্ধমান মেডিকেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্ধমানের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক।

মহিলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সরকারের সমবায়শ্রী পুরস্কার পেয়ে নজির গড়ল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৮ এপ্রিল : সারা রাজ্যের ৪৩টি আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মধ্যে উৎকর্ষতা বিচারে ৩য় সেরা ব্যাঙ্ক-এর মর্যাদা পেয়ে সমবায়শ্রী পুরস্কারে ভূষিত হল দুর্গাপুর মহিলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। গত ১১ এপ্রিল কোলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সমবায় মেলায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান বাণী চক্রবর্তীর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মাত্র সাড়ে বারো লক্ষ টাকা মূলধনকে সম্বল করে ১৯৯৯ সাল থেকে পথচলা শুরু করে বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত দুর্গাপুর মহিলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কের সদস্য থেকে পরিচালন সমিতি সবাই মহিলা। ব্যাঙ্কের গ্রাহক হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের বাধা নেই।

ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস অফিসার রূপা ব্যানার্জী জানান, বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অডিটে এ-গ্রেড প্রাপ্ত ও বর্তমানে কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে পরিচালিত দুর্গাপুর মহিলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-এর কার্যকরী মূলধন ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি টাকা। বর্তমান বছরে তা আরও বাড়বে। ব্যাঙ্কের বর্তমান গ্রাহক ১২০০০ এবং সদস্য সংখ্যা ৭০০০ হাজার ছাড়িয়েছে। সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কের একমাত্র শাখা সিটি সেন্টারের দফতরটি পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বর্ধিত গ্রাহক সংখ্যার দিকে নজর দিয়ে, পরিচালন সমিতি খুব শীঘ্রই ব্যাঙ্কের অন্য একটি শাখা খুলতে চলেছে বলে জানালেন ব্যাঙ্ক চেয়ারম্যান বাণী চক্রবর্তী। তিনি জানালেন, দুর্গাপুর সহ অণ্ডাল থেকে বুদবুদ পর্যন্ত অঞ্চলে নারীদের জীবন-জীবিকা উন্নয়নে ব্যাঙ্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং এই ভূমিকা আরও প্রসারিত করার জন্য পরিচালন সমিতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ যাবৎকাল ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য সাড়ে চার হাজারের বেশি মহিলাকে ঋণ দিয়েছে। ব্যাঙ্কের নিজস্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়েছে। একই সাথে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে ব্যাঙ্ক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্যাঙ্কের পরিচালন সমিতির বিগত নির্বাচনের সময় তৃণমূল দলের দুষ্কৃতীরা ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। কিন্তু মহিলারা অতুলনীয় প্রতিরোধ করে সবকটি আসনেই বাম প্রার্থীদের জয়ী করেন। এই নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা শহিদ বিমল দাশগুপ্ত ভবনে হামলা চালায় ও বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী সহ কয়েকজন পার্টি নেতাকে মিথ্যা মামলায় জড়ায়।

নতুন চিঠি

২৪ এপ্রিল, ২০১৭

এ কোন দেশ!

সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং লুটের রাজনীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে পাহাড়ের আসন্ন পৌর নির্বাচনে সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিলেন সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। পাহাড়ের মানুষকে রাজ্যের তৃণমূল সরকার যেমন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভাজিত করছে তেমনি সারা দেশের মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যের মানুষের বিকাশ বা উন্নয়নের স্বার্থে এদের কোনো ভূমিকা নেই— এর বিরুদ্ধেই লড়াইয়ের ডাক।

সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে উগ্র হিন্দুত্বের হিংস্রতা জারি রয়েছে। খোদ রাজধানীর বুকে রাতের অন্ধকারে চলেছে তাণ্ডব। এরকম স্বঘোষিত গোরক্ষকদের হামলায় প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছে মানুষের জীবন। কখনো ভুয়ো অভিযোগে হত্যা, কখনো মারধর, কখনো অর্ধনগ্ন করে দেওয়া—একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই তাণ্ডব আরও বেড়েছে। অথচ প্রতিক্ষেত্রেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সামান্যতম ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে না। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিজি সুলখান সিং 'গুণ্ডাগর্দি' বরদাস্ত করা হবে না, শাসকবিরোধী রং দেখা হবে না বড় বড় কথা বললেও আগ্রার ফতেপুর সিক্রির সদর বাজার থানায় বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাহিনী সেদিনই গভীর রাতে হামলা চালিয়েছে। স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের নেতৃত্বে ওই বাহিনী থানায় ঢুকে গাড়িতে আগুন দিয়ে, পুলিশকর্মীকে পিটিয়ে আটক পাঁচ কর্মীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি তারা সার্কেল অফিসারের ওপর চড়াও হয়। যাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয় তারা এক সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করেছিল। একই অবস্থা বীরভূমের লাভপুরে। বালিখাদের দখলদারি নিয়ে চলছে তাণ্ডব। দরবারপুর, মীরবাঁধ গ্রাম পুরুষ শূন্য। মহিলারা অসহায় অবস্থায় বাড়ি-ঘর সামলাচ্ছেন। মানুষ মুখ খুলতে পারছে না। বাংলায় এখন তস্কর সংস্কৃতির রমরমা। এ কোন বাংলা! এ কোন দেশে আমরা বাস করছি।

সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রাক্তন সদস্য ও নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য বেলুন গ্রামের বাসিন্দা দেবীপ্রসাদ পাঠকের জীবনাবসান ঘটেছে। গত চৈত্র সংক্রান্তির রাত্রে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। গত শতাব্দীর সাতের দশকে এলাকার কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন ও ক্রমে নেতৃত্বে আসীন হন। নিজ গ্রাম এবং আশপাশের গ্রামের গরিব মানুষের খুব প্রিয়জন ছিলেন দেবী পাঠক।

সংস্থা ও দোকান কর্মচারি ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ সংস্থা ও দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর বর্ধমান জেলা তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান শহরের শহিদ প্রভাত কুণ্ডু ভবনে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সংস্থা ও দোকান কর্মচারী ফেডারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক শিহরণ আচার্য। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আশিষ রায়চৌধুরী। ১৫ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সি.আই.টি.ইউ বর্ধমান জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

শান্তি মৈত্রকে সভাপতি, সুদীপ্ত বাগচীকে কার্যকরী সভাপতি, আশিষ রায়চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক, স্বপন সরকারকে কোষাধ্যক্ষ করে ৪২ জনের নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কোন ইলেকট্রিক কোম্পানি কবে থেকে প্রথম কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছিল?
২. জেনারেল টিটো কবে থেকে কোন দেশে আজীবন রাষ্ট্রপতি পদে বসেন?
৩. বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলা কবে আত্মপ্রকাশ করেছিল?
৪. ভারতবর্ষে প্রথম কোথায় কবে বাষ্পচালিত রেলগাড়ি চালু হয়েছিল?
৫. মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে কবে চট্টোগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে চট্টোগ্রাম দখল করা হয়েছিল?
৬. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকা কবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল?
৭. আইফেল টাওয়ার কোথায় অবস্থিত? কবে এই টাওয়ারের কাজ শেষ হয়?
৮. সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেঙ্গল হরকরা' কবে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়?
৯. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরীদেবী কবে আত্মহত্যা করেন? তিনি কার স্ত্রী ছিলেন?
১০. কোন সাহিতিক্যের জন্ম ও মৃত্যু দুদিনই হ্যালির ধুমকেতু দেখা দিয়েছিল? কবে এই সাহিত্যিকের জন্ম ও মৃত্যুর হয়?
১১. সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপকার ভি.আই নেনিনের কবে জন্ম এবং কবে মৃত্যু?
১২. কবে প্রথম বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস পালন করা হয়? এই দিবস উপলক্ষে ক্যালিফোর্ণিয়ায় কত মানুষ মিছিল করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

লেনিনের কথা

অরুণ মজুমদার

১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল ভ্লাদিমির ইলিচ উইলিয়ানফ-এর জন্ম হয়। ডাক নাম ছিল ভোলেদিয়া। বাবা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানফ ছিলেন প্রথমে স্কুল শিক্ষক পরে স্কুল ইন্সপেক্টর। মায়ের নাম মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা ছিলেন একজন শিক্ষিতা মহিলা। গোটা পরিবারটাই রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। এরা ছিলেন আট ভাইবোন। দাদা আলেকসান্দ্রার-কে প্রাণ দিতে হয় জারকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। ভ্লাদিমির তখন থেকেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন গুপ্তহত্যা কোন সরকারি বা সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে না। নিশ্চিয়ই অন্য পথ খুঁজে নিতে হবে।

জার শাসিত রুশ দেশের অবস্থাটা কি রকম। ১৮৩০ সালের ফরাসি বিপ্লব রুশ দেশে এক বৈপ্লবিক চেতনার প্রেরণা সৃষ্টি করে। ১৮৬১ সালে রুশদেশে দাসতন্ত্র লোপ পায় কিন্তু কৃষকদের অবস্থার কোনো সুখকর উন্নতি হয় না। শোষণের মাত্রা বেড়ে গেল অন্য চেহারায়। নিকোলাই চের্নিশেভস্কি লেনিনের অন্যতম প্রিয় লেখক। বাগ্মী, অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ঔপন্যাসিক ও সমালোচক এবং অনুবাদক। জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। মিলের দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে টলস্টয় 'রেজারেক্সন' নামে সুখ্যাত উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। তিনি লিখলেন "একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই জনগণকে জারের মুঠি থেকে মানবিক অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। অধিকারকে জয় করতে হয় তবেই তা স্থায়ী হয়। দান হিসাবে যা দেওয়া হয় তা ফিরিয়ে নেওয়া চলে।"

কার্ল মার্কস বলেছিলেন চের্নিশেভস্কি মহান দার্শনিক ও রুশ পণ্ডিত যিনি পারদর্শিতার সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থনীতির দেউলিয়াপনা উদ্‌ঘাটন করেছেন।

ইতিমধ্যে মার্কসের মতবাদ নিয়ে রুশ দেশে আলোচনা শুরু হয়েছে। নিকোলাই ফেদোসেয়েফ নামে একজন রুশ বিপ্লবী মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন ও কাজানে অনেকগুলি পাঠচক্র গড়ে তোলেন। ভ্লাদিমির কাজানে পড়াশোনা চলাকালীনই একটি পাঠচক্রে যোগ দেন। এখানে প্রখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কিও তখন একটি রুটির কারখানায় শিক্ষানবিশী ছিলেন। শীঘ্রই এই পাঠচক্রগুলি রুশ পুলিশের নজরে আসে এবং দমনপীড়ন চালায়। ভ্লাদিমির কোনোক্রমে এড়ান এদের গ্রেফতারি।

১৮৯১ সালে সেন্ট পিটার্সবাগ থেকে সসম্মানে আইন পরীক্ষায় পাস করেন। তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গে এসেও যুক্ত হলেন একটি মার্কসবাদী পাঠচক্রে। রুশ দেশে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটছে, শ্রমিকশ্রেণির সংখ্যা বাড়ছে। লেনিন শ্রমিকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক পাঠচক্রে যুক্ত হলেন। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি পাঠ করছেন, আত্মস্থ করছেন, পাঠচক্রে বই সামনে নিয়েই বক্তব্য রাখতেন। শ্রোতাদের, শ্রমিকদের তর্ক বিতর্কের অবস্থার সৃষ্টি হতো। দক্ষতার সঙ্গে তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সংগঠকদের বলতেন—"আপনাদের আরো জ্ঞানলাভ করতে হবে, অন্যদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করতে হবে। ...কঠিন পরিশ্রম করতে হবে, বড়ো হয়ে উঠতে হবে রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে, তা হলেই চক্রের কাজ ভালো লাগবে।

পুলিশের হাতে ধরা পড়লে জেরার মুখে বা আদালতের কাঠগড়ায় কি ধরনের আচরণ হবে—তাও তিনি শেখাতেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে লেনিন এলেন জেনেভায়, পরিচয় হল প্লেখানভের সঙ্গে। সত্যিকারের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, শিল্প দর্শন ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা। প্যারিসে দেখা হল পল লাফার্গ-এর সঙ্গে। ফরাসি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের এক পরিচিত নাম। মার্কস-এঙ্গেলস-এর শিষ্য এবং মার্কস-এর কন্যা লারাকে বিয়ে করেছিলেন।

১৮৯৭ সালে জার সরকার লেনিনকে সাইবেরিয়ায় তিন বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠায়। শুশেনস্কোয়ে গ্রামে একটি বাড়িতে দুজন সেপাই তাঁকে পৌঁছে দিয়ে যায়। নিকটবর্তী রেলস্টেশন ৪০০ মাইল দূরে। এখানেই ১৮৯৮ সালে ক্রুপসকায়া আসেন এবং ১০ জুলাই তাঁদের বিয়ে হয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। কারণ পত্রিকা শুধু যৌথ প্রচারক ও যৌথ আন্দোলনকারী নয় যৌথ সংগঠকও।

এই চিন্তার ফসল ১৯০০ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রকাশ পেল ইসক্রা। ১৯০১ সালে তাঁর লেখায় লেনিন ছদ্মনাম ব্যবহার করতে লাগলেন। পত্রিকার উদ্দেশ্যবাণী ছিল : স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলে উঠবে। প্রথম প্রবন্ধ—কোথা থেকে শুরু করতে হবে। পরে পুস্তক কী করতে হবে!

এক সময় ওয়েবস্-এর ট্রেড ইউনিয়নবাদের ইতিহাস বইটি ইংরাজি থেকে রুশে অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এবং স্কুপসকায়া ইংলন্ডে এসে হতবাক। কোন ইংরাজের কথাই তারা বুঝতে পারছেন না। কারণ এর আগে কোনো ইংরাজি শব্দ শোনেননি। সারা রুশ দেশে ছড়িয়ে ছিল ইসক্রার এজেন্টরা। তারাই খবর পাঠাতেন পত্রিকার জন্য টাকা তুলতেন। ১৯০৩ সালে তাঁরা পৌঁছুলেন জেনিভায়। এখানেই ১৯০২-এর কৃষক আন্দোলনে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে ১৯০৪ সালে লিখলেন গ্রামের গরিবদের প্রতি। পরবর্তীকালে ভিয়েতনামের মহান নায়ক হো চি মিন লিখেছেন এই পুস্তিকাটি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

লেনিন বছর দশ রুশ দেশের বাইরে থেকে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। রুশ পার্টি কংগ্রেসের সময়ই পার্টি সেনশেভিকদের খপ্পরে পড়ে যায়। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯০৪-এর রুশ জাপান যুদ্ধে রুশরা পরাজিত হয়। শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারি প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মিছিল করে জারের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করতে যান। জারের গুলিবর্ষণে প্রায় এক হাজার মানুষ প্রাণ হারান, পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ আহত হন। এই সময়েই ঘটে ইতিহাসখ্যাত পোটেমকিন যুদ্ধজাহাজে বিদ্রোহ। লেনা স্বর্ণখনিতে বিদ্রোহ হয়েছিল অবশ্য বেশ আগে ১৯১২ সালের ৪ এপ্রিল। ১৯১২ সালেই প্রাভদা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দু বছরের বেশি সময় ধরে ৬৩৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। লেনিনের লেখা ছিল ২৮০টি। ৪১টি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ৮ বার পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রাগে সম্মেলন থেকে লেনিন স্বমহিমায় ফিরে এলেন, স্তালিন নির্বাসন থেকে এসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে রুশ দেশে বিপ্লব হয়ে গেল এবং জারতন্ত্র উৎখাত হল। বিগত ৩ বছর ধরে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছেন। শ্রমিক, কৃষকদের সব ফ্রন্টে, কৃষিতে কাজের লোক নেই। সেনাপতিদের অনেকেই জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগে লিপ্ত। ১৮ ফেব্রুয়ারি পেট্রোগ্রাভ কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল। ২৭ ফেব্রুয়ারি সৈন্যরা শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করল। সেনাপতিদের গ্রেফতার করতে শুরু করল, কারাগার ভেঙে মুক্ত করল বিপ্লবীদের। দশ বছর পর লেনিন পেট্রোগ্রাদে পৌঁছুলেন। হাজার হাজার শ্রমিক ভিড় করল লেনিনকে দেখতে। লেনিন আওয়াজ তুললেন সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে। পার্টির নাম হল লেনিনের প্রস্তাব মতো কমিউনিস্ট পার্টি।

২৫ অক্টোবর লেনিনের নির্দেশমতো অরোরা যুদ্ধ জাহাজের ডেক থেকে শীতপ্রাসাদের উপর কামান দাগা হল। সেই কামানের বজ্র নির্ঘোষ সারা দুনিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণির বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল। বিশ্বের নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষেরা উদ্বুদ্ধ হলেন। হালের ল্যাটিন আমেরিকা আফ্রিকা এশিয়ার জনমনেও সেই আওয়াজের অনুরণন ঝংকার তুলতে লাগলো। অস্থায়ী কেরেনস্কি সরকারের পতন হল। লেনিনের প্রথম ঘোষণাটি জমি সংক্রান্ত। জমিদার জার, কুলীক গীর্জার সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা হল। এগুলি কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। লেনিন শ্রমিককৃষকদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের উপরও জোর দিতেন। রুশিয়ার সাহিত্যিকদের চিরায়ত সাহিত্যগুলিকে পাঠকের গোচরে আনতে বলতেন। এক নতুন ধরনের সংস্কৃতির অঙ্গনে মানুষকে সমৃদ্ধ হবার ডাক দিলেন মহামতী লেনিন।

১৯১৮ সালের ৩০ আগস্ট একটি শ্রমিক সমাবেশ বক্তৃতা করে ফিরে আসার সময় খুব কাছ থেকে এক মহিলা তাঁকে গুলি করে। দুটি গুলি তাঁকে মারাত্মক আহত করে। অসামান্য শারীরিক সক্ষমতার জন্য তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ সালের গোড়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। চলে আসেন গর্কিতে। ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

বিশ্বের লড়াকু মানুষের কাছে মার্কসবাদের সঙ্গে লেনিনবাদ শব্দবন্ধটিও যুক্ত হয়ে রইল চিরকালের জন্য।

তথ্যসূত্র :

১) কমরেড লেনিন—অমল দাশগুপ্ত।
২)লেনিন—সিপিআই(এম)কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রকাশন।

অন্য সংস্কৃতি

মুখে ভাত

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বড্ড কাঁকুরে মাটির ছেলে মজুমদার। খাড়া শিরদাঁড়া ঠাসা জঙ্গল পেরিয়ে সেই গাঁয়ের সঙ্গে তার প্রথম মোলাকাতেই শরীর জুড়ে যে উল্লাস জেগেছিল, তার ঘেমো স্বাদগন্ধ কোন কাল থেকে এক পশলা বাতাসের মতো শরীরে হাত বুলিয়ে উধাও হয়ে গেল। শহরের সংসারপাটে তালা ঝুলিয়ে মজুমদার নিজেদের দেশঘরেই নাতির মুখে ভাত দেওয়াবে। এলেম আছে বটে তার বুড়ো হাড়ে। শিকদার হোঁচট খেল। ছেলেমেয়ের বিয়ে শহরের বাড়ি থেকে দিয়েছে। কব্জি ডুবিয়ে খাওয়ার বয়েস তো আর নেই। মজুমদারের চেয়েও বছর পাঁচেকের বড় সে। হঠাৎ এ বয়েসে এমন উতলা টান জাগল কেন? জিজ্ঞাসাটা বড় বেকুবের মতো হল। শিকদারের মাথাতেও কি ভিড় করে দাদু, ঠাকুমা, দাদামশাই, দিদিমা থেকে শুরু করে জ্যাঠা, জেঠি, মা, বাবা, পিসি, মাসি! যত মরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তত যেন তার মাথা সেই বাচ্চাবেলা আর ছেলেবেলার ধুমধাড়াক্কায় মজে যাচ্ছে। তা যাওয়া কি আর হয় মজুমদারের নাতির মুখেভাতে! গোলমেলে শরীর নিয়েও যাওয়ার বাই চাগিয়ে যে ওঠেনি, তা নয়। মাঝের থেকে গিন্নি ভাঙলেন হাত। কি গেরো! তা গেলে তো একরাত থাকতেই হবে ভাই-কাম-বন্ধুর বাড়িতে। একই দিনে অতটা রাস্তা যাওয়া আসার ধকল তো শরীর সইবে না। তা রাতে তো এখন বোয়ের হাতের লাঠি সে। যত দিন যাচ্ছে, তত হাড়ে হাড়ে বুঝছে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনকেও বুড়ো হাবড়া না করতে পারলে আলটিমেটলি ফুটে যেতে হবে। মানে যদ্দিন বাঁচা, টিমটিম করে বাঁচা। বন্ধুবান্ধব একে একে ঝরে যাচ্ছে। ঘর সংসারও আর সেই আগের স্বাদে গন্ধে নেই। চারপাশ যদি এত বদলে বদলে যায়, তবে ঘরও কি তার গেরস্থালী ধাত ধাঁচ আগের মতো রাখতে পারে! কত আর পেছুদিনের জাবর কাটা যায়! যেতে পারলে, একটা দিনের জন্যে হলেও মনছাড় খোলা হইহট্টগোলে বাঁচার টিমটিম ইচ্ছেটে অন্তত কিছুটা ওসকাতো। তা কি আর করবে সে। দশাসই ছচল বচল সংসার ছিল তার দাদামশায়ের। দিন ফোটার আগেই গোটা ঘরটা কাজে কাজে টগবগ করে উঠত। সাতসকালেই দাদুর প্রস্তুত অম্বুরী তামাক আর আগুনধরা টিকের টুকরোগুলো কলকেতে খলবল করত। দাদামশাইও পাইখানা টাইখানা সেরে বৈঠকখানায় আরাম করে চা বিস্কুট খেয়ে গড়গড়াতে টান দিত। গন্ধ-মাতাল ধোঁয়া ছাড়া তার সেই প্রসন্ন মুখটিকে যতদিন যাচ্ছে তত যেন বুকের ভেতর আরো জোরে চেপে ধরছে শিকদার। আরাম যেন খোলাদম তীর্থযাত্রার মতো খেলত দাদামশাইয়ের সেই বয়েস পাকা মুখচোখে।

২.

ভগবানের টান। মাটিছুট্ না হয়ে উপায় তো নেই। আবার নাতির কচি হাতের টান। মাটি ছাড়া হয় তার সাধ্যি কি পালের বাবা হেরম্বের। বড্ড ইচ্ছে ছিল হেরম্বের দশ হাতে নাতির মুখে ভাত দেয় সে। তা পাল বাবার সে ইচ্ছে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা পুষিয়ে দিয়েছিল। গোটা গাঁশুদ্ধ নেমন্তন্ন করেছিল সে। বাপ ঠাকুর্দার ধাত সে বজায় রেখেছিল। চাষবাসেই নিজেকে ঢেলে দিয়েছিল। ছেলে উল্টো হাতের। মাটিরসা, মাটিবসা না হয়ে ছেলের মাথা চক্করে হল। লাফিয়ে লাফিয়ে সব পাশের পড়াগুলোয় এমন বিদ্যেদিগ্‌গজী দেখালে যে পালেরও আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। উঁচু চাকরিও সে হাতে মোয়ার মতো পেয়ে গেল। এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। চারপাশের লোকজন থেকে কাছ দূরের সব কুটুমজনের মুখে ধনি ধন্যি রবে পাল আর তার বউ-এর কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। তারপর যা হয় আর কি! মজুমদারের নাতির মুখে ভাতে সে গিয়েছিল। মজুমদার সাতখানা হয়ে বলল, 'পালদা, বৌদি রত্নগর্ভা। শুনলাম, তোমার ছেলে এখন দিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ এক কেন্দ্রীয় সচিব। দেশের অনেক ভালোমন্দ ওর ঘিলুর কাজকর্মের ওপর নির্ভর করছে। শুনে ভেতরে ভেতরে বেদম হেসেছিল পাল। মাটি বাদ দিয়ে মানুষ হয় নাকি! বাপ মা বাদ দিয়ে দেশ! সোনার পাথরবাটি! ছেলে টাকা পাঠিয়েছিল প্রথম চোটেই ফেরত দিয়েছে। লিখে দিয়েছে টাকা না পাঠাতে। বেশ আছে গাঁয়ে। গাছপালা, লতাপাতা, ধান, আলু, পাড়া- প্রতিবেশী—কমবেশি সবকিছুই তার বাপ মা, কাকা, জ্যাঠা, ছেলে মেয়ের মতো হয়ে গেছে। বউ রোগে পড়ে থাকলে কেউ না কেউ এসে রেঁধে দেয়, বোয়ের মুখে দুধবার্লি ধরে দেয়। জ্বর অসুখে বাসে চাপিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। মাটি কোনোদিন তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। পর হয়ে যাওয়া ছেলে বোয়ের জন্যে বউ চোখের জল ফেলতে পারে। সে কোনোদিন একটা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়বে না।

বিচ্ছেদ?

নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সতত ডিভোর্স নিয়ে কারবার
চালায় উকিলেরা, কারণ এটাই
তো ব্যবসা ওদের
আচ্ছা বলুন তো ডিভোর্স তো
দেহে দেহে ক্লান্তি বিচ্ছেদ
কিন্তু মনন? স্মৃতিতো সদাই
সুখের গুণীজন বলে
কিন্তু কিছু কিছু দুঃখের ও স্মৃতি
থেকে যায়—একান্ত গোপনে
মনের গহনে... কেউ কেউ স্বীকার
করে না—
তাই বলে ডিভোর্স তো হয় না
কখনও আদালত এখানে
একান্ত একাকী।

সীতা যাবে বনবাসে

শম্ভু ঘোষ

সীতা যাবে বনবাসে
উদ্ধারি যে হনু,
রামভক্ত হনু ভক্ত
একই তাদের ভেনু।

রাম রাবণের যুদ্ধে
ছিল ধনুর্বান,
ভক্তদের মিছিলে
হাতেতে কৃপান।

সীতা উদ্ধারিতে
অকাল বোধন,
রাবণই পুরোহিত
রামায়ণে লিখন।

উৎসব

দিলীপ কালিন্দী

উৎসব উৎসব চারিদিক রঞ্জিত
দূরে থাকে দাঁড়িয়ে অভাগা বঞ্চিত।
ঘরে ঘরে হাহাকার কিছু নেই সঞ্চিত
অসহায় জনতা আইনও লঙ্ঘিত।
বিশ্বাস করলে হয় সব প্রতারিত
ধনবল বাহুবলে হয় সব রক্ষিত।
মন্ত্রী মহাজন দৌলতে মাতছে
সততার চাবিকাঠি লুণ্ঠিত হচ্ছে।
বলতো লুটেরা কেন লুট করছে!
প্রতারক মহাজন ফেঁপেফুলে উঠছে!
যাহা নাই তাহা দিতে সাধু-ফকির হচ্ছে
মিথ্যার বেসাতি দেশজুড়ে চলছে।
দেশ জনতার ধন রাজকোষে নাইরে
কি করে চলবে দেশ তাই ভাবি ভাইরে।
জাতীয় সম্পদ আজ যা দেশে, আছে
বেইমান নেতা যত তাই বেচে খাচ্ছে।
উপাদান উৎপাদন সব আজ বন্ধ
বেকারের কাজ নেই তাই এত দ্বন্দ্ব।
অচিরে অভাবে ভেসে যাবে দেশটা
দেওলিয়া হবে দেশ কি যে হবে শেষটা!
অর্থের হাহাকার ধর্মের দ্বন্দ্ব
দূর হলে দেশটার হবে নাকো মন্দ।
সেইদিন উৎসব হবে পাকাপোক্ত
সব দেশবাসী হবে দেশটার ভক্ত।

চোখ

মলয় রায়

কে গো তুমি!
সামনে এসো। পিছনে
রেখো না
কান্নায় ফোলা চোখ।

যে চোখে গঙ্গা বয়
সে হাতই কলম সোজা করে
সে হাতেই গজায়
বেয়নেট নখ।

সামনে দাঁড়াও।
প্রতিবাদে ফুটুক
তোমার কথা।
দাঁতে দাঁতে
নেমে আসুক
নেকড়ের ধার।

কান্নায় ফোলা চোখ।
ও চোখে সূর্য ফুটুক।

জাগরণ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

জেগে ওঠো, ভেতরে বাইরে
সেই গান
জাগরণে ঝর্ণাধারা
অমৃত সন্ধান
জাগো প্রেমে, সন্ধানে
জাগো বন্ধনে
বিশ্বকে চিনে নাও
এই শুভক্ষণে
ভেতরে বাইরে জাগো
জাগো পূর্ণতায়
জেগে থাকো চিরদিন
আমার সত্তায়।

নীলের কোলে সবুজ সে দ্বীপ

রত্না রশীদ

দ্বীপের নাম মালদ্বীপ। মালামাল মালদ্বীপ। অজস্র দ্বীপের মালা—তাই মালদ্বীপও বলি যদি একছটাকও ভুল হয় না। আবার একটা সময় এই দেশে ব্যাপক হারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 'কড়ি'র চাষ হতো—সেই যে সেই 'কড়ি' যা ফেলে দিয়ে তবে তেল মাখা সম্ভব—অর্থাৎ কিনা ব্যবসায়িক লেনদেনের মারফৎ— 'কয়েন'-এর পূর্বপুরুষ। তবে কিনা ধাতব নয়, প্রাকৃতিক প্রাণীজ। যেহেতু কড়ি ফেলেই কেনা যেতো স-ব, তাই 'কড়ি'ই হল গে 'মালকড়ি'। আর যে দেশে সেই মালকড়ির চাষ হয় (হতো এককালে), তার নাম মালদ্বীপ ছাড়া আর কি-বা হতে পারে?

অতি বিচিত্র এক দ্বীপ মালা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝাঁ-চকচকে। অমনই একটা দ্বীপ 'হিট্টাডু' তে একমাস থেকে আসার সুযোগ হয়েছিল। হিট্টাডু স্থানীয় অধিবাসীদের বসবাসকারী দ্বীপ। এখানে কোন পর্যটক এ্যালাউড নয়। মালদ্বীপমালার নির্দিষ্ট কিছু দ্বীপ রক্ষিত দু-দুটো মনসুন। প্রকৃতিই সব ধুয়ে-পাকলে সাফসুতরো করে রেখে দেয়।

মালে (রাজধানী) ছাড়া হিট্টাডুই একমাত্র দ্বীপ যেখানে চারচাকা অটোমোবাইল চলে। বাসরাস্তা—ট্রেন লাইন বসবার জায়গা কোথায়? ছোট ছোট দ্বীপ। পাশাপাশি তিনটে দ্বীপ—ফেড-মারাডু-হিট্টাডু কৃত্রিমভাবে জুড়ে লম্বা পিচরাস্তায় আশ মিটিয়ে যথেচ্ছ স্পিড তুলে গাড়ি চালাচ্ছে উঠতিরা। পেট্রোলের দাম জলের চেয়েও সস্তা। যেতে যেতে কোনো দোকানে কাজে নামলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে না। এমনই হেলাফেলার পেট্রোল।

আমরা পৃথিবীর শেষ হাওয়াই আড্ডা 'গ্যান-এয়ারপোর্ট'-এ নেমে একদম লাগোয়া 'ইকুয়েডর রিসর্ট'-এ একটা দিন রেস্ট নিয়ে পরদিন হিট্টাডুতে ছেলের কোয়ার্টার গেলাম। আমাদের সঙ্গীবন্ধু পর্যটক দুজনকে আইনের কড়াকড়ির জন্য আতিথ্য দিতে পারলাম না।

সূর্য প্রখর ওখানে সকাল আটটায় মনে হচ্ছে যেন, তীব্র ফ্লুরোসেন্ট বাতি

আছে পর্যটকদের জন্য, আর কিছু দেশজ অধিবাসীদের জন্য। পর্যটকদের দ্বীপে স্থানীয়দের এবং স্থানীয়দের দ্বীপে পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ। স্থানীয়দের বাইরের লোকের সংস্পর্শে আসতে দেয় না ওরা, হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই খানিকটা সাবধানতা অবলম্বনের প্রচেষ্টায়। তাই পর্যটক হিসাবে গেলে আমি তো হিট্টাডুতে পা রাখতেই পারতাম না। আমি গেছিলাম ছেলের কাছে ছুটি কাটাতে। ছেলে তখন হিট্টাডুর সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। দেশজদের স্বাস্থ্যের জন্য সিভিলিয়ান দ্বীপেই তো হাসপাতাল, সিভিলিয়ানদের সঙ্গে ডাক্তারের মেলামেশায় কোনো নিষেধ ছিল না।

মালদ্বীপ যদি একটা দ্বীপের মালা, তো হিট্টাডু হলো তার এক্কেবারের নিচের লকেটটা। ভোরে-বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে আধঘন্টায় গোটা দ্বীপটা পেরিয়ে একেবারে শেষপ্রান্তে পৃথিবীর শেষ ডাঙ্গাটায় পা রেখে সামনে অগাধ সমুদ্রের মুখোমুখি। আর কোনো জমি নেই। নাক বরাবর সো-জা এগিয়ে গেলে আন্টার্কটিকা। ওই শেষ জমি থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, হসপিটালটা যেন অর্ধেকটা সমুদ্রের ওপর ঝুঁকে আছে। ভয়ে বুক কাঁপত আমার, ছেলের জন্যে। কত দিন ভোরে, বিকেলে দেখেছি হাজারে হাজারে ডলফিন দলবেঁধে আন্টার্কটিকার দিকে চলেছে।

মাছ আর পর্যটন ছাড়া আয় বলতে আর কিছুই নেই, তবুও জিডিপি পৃথিবীর সব দেশের ওপরে। এমনিতে ঝক্‌ঝকে দেশ, কোথাও এতটুকু ময়লা নেই। ময়লা করবেটা কে? না একটা পশু, না কোনো পাখি (এক শৃগাল ছাড়া)। আর প্রায় প্রতি চার ঘন্টায় একবার করে বৃষ্টি। বৃষ্টিহীন একটা দিনও দেখিনি। ওদের জ্বলছে। সানগ্লাস ছাড়া চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ছেলের নিষেধ না মেনে, মানে খেয়াল না করে, সানক্রিম না মেখেই দুপুরে বাগানে নেমে কটামাত্র ফুল তুলেছি, চিড়বিড়িয়ে গেল কাঁধ-ঘাড়। তিনদিন পর ঘাড় থেকে পোড়া ছাল-চামড়া উঠে গেল।

কোয়ার্টারের সামনেই সুন্দর লাইব্রেরি। তাই পড়াশুনো করার খুব সুবিধে। একেকটা কার্ডে একেকবারে ছ'টা করে বই বাড়িতে আনতে দেয়। আর বসে বসে পড়ো যতক্ষণ খুশি। ওখানে পড়াশোনার মাধ্যম ইংরাজি। আর স্কুলে ফলো করা হয় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পাঠক্রম। তাই প্রায় সব বই-ই ইংরিজি। আমাদের বাড়ির ঠিকানা হলো—'লাইব্রেরি দোসুগে'—অর্থাৎ কিনা লাইব্রেরির কাছে।

আর ডানদিকে একটা পুলিশ ফাঁড়ি। তার ঠিক উল্টোদিকে একটা চমৎকার পার্ক। চুরি-ডাকাতি হয়ই না। পুলিশগুলো ফাঁড়ির সামনে বেঞ্চ পেতে বসে গল্প করে। রোজ সকাল-বিকেল বেড়াতে বেড়াতে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একদিন খুব সম্মান করে ওরা 'আন্টিজি'-কে ফাঁড়ির ভেতরে চা-খাবার নেমন্তন্যে নিয়ে গেল। আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! একটা গোটা থানায় কেবলমাত্র সারি দেওয়া গোটাকতক লাঠি মাত্র। এই দিয়ে অপরাধী জব্দ হয়? বন্দুক-টন্দুকের তো বালাই-ই নেই। প্রশ্ন করে জানলাম, বন্দুক কি জিনিস ওরা নাকি হাতে ধরে দেখেইনি কখনো। ওই লাঠিগুলোর প্রয়োজনও নাকি খুব কমই পড়ে। ওই কখনো কেউ যদি রাস্তাঘাটে মদ-টদ খেয়ে বেরোয়!... তবে চট্ করে কেউ ও বোকামি করে না। কারণ হাতে-নাতে স্পট ফাইন করার ব্যবস্থা আছে।

২৩ এপ্রিল : বিশ্ব পুস্তক ও কপিরাইট দিবস

কাজী আবদুল করিম

যুক্তরাজ্যে মার্চ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার বিশ্ব পুস্তক দিবস পালিত হতো। ১৯৯৩ সালে রাষ্টপুঞ্জের ইউনেস্কো-র ২৮তম সাধারণ সভা ২৫ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভার সিদ্ধান্ত মতো ১৯৯৫ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে প্রতি বছর এই দিনটি বিশ্ব পুস্তক ও কপিরাইট দিবস পালন শুরু হয়।

ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় বলা হয়—"বই হল সর্বশক্তিমান, জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য বইয়ের ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। মানব সমাজকে উৎসাহিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী বই পড়ার আনন্দ উপভোগ করুন। সঙ্গে-সঙ্গে মানবতাকে, বিশ্ব মানব সমাজকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক দিক দিয়ে এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যে সমস্ত মনীষীরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের স্মরণ করুন। জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য বইয়ের প্রচারে অংশ নিন। "বই পড়ুন, বই পড়ান, বইয়ের জন্য হাঁটুন।"

বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত কিছু সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকারের জন্ম এবং মৃত্যু এই ২৩ এপ্রিল। স্পেনের প্রখ্যাত কবি, উপন্যাসিক ও নাট্যকার মিগুয়েল দ্য সারভেন্টাসের জন্ম ১৫৪৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ২২ এপ্রিল ১৬১৬ সাল। সমাধি হয় ২৩ এপ্রিল ১৬১৬ সালে। ইংরেজ মহাকবি উইলিয়াম শেক্সপীয়রের জন্ম ২৩ এপ্রিল ১৫৬৪ এবং মৃত্যু ২৩ এপ্রিল ১৬১৬ সাল। এইসব সাহিত্যিকদের স্মরণে রাখতেই ইউনেস্কো ২৩ এপ্রিল দিনটি 'বিশ্ব বই ও কপি রাইট দিবস' হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালনের আহ্বান জানায়। ইউনেস্কোর লক্ষ্য হল নতুন নতুন বই প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনী জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো।

আন্তর্জাতিক স্তরে ইউনেস্কো ন্যাশনাল কমিশন, ইউনেস্কো ক্লাব, সেন্টার এসোসিয়েশন, গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বই সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

১৯৯৫ সাল থেকে পালিত হওয়া এই বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবসের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে ১০০টির বেশি রাষ্ট্রে ইউনেস্কোর মেম্বার স্টেট হিসেবে নিজ-নিজ দেশে বিভিন্ন জনপ্রিয় কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। যুব শিশু-কিশোরদের মধ্যে শান্তি, সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্মান প্রদর্শনের উপর রচিত উপন্যাস, ছোট গল্প, ছবির জন্য বিভিন্ন উৎসাহমূলক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়ে থাকে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্ব বই দিবসে একটি করে 'থিম' হাজির করা হয়। ২০০০ সালের 'থিম' ছিল 'রিডিং ইজ রিফ্রেসিং'। ২০১৫ সালের 'থিম' ছিল 'ডিসকভার দ্য ওয়ার্ল্ড'। সভ্যতার ইতিহাস ও জ্ঞান ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকে বইয়ের মধ্যে।

আজকের ইন্টারনেট যুগেও বইয়ের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। ভবিষ্যতেও বইয়ের প্রয়োজন থাকবে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মুহূর্তে বিশ্বের তাবৎ তথ্যাবলী আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। অনেকে বলার চেষ্টা করছেন আগামী পৃথিবী হবে কাগজশূন্য! এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এর সুফল আমাদের গ্রহণ করতে হবে ঠিকই কিন্তু কখনোই তা বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। বইয়ের আঙ্গিক ও বাহন-এ নতুনত্ব আসতে পারে, সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং ব্যক্তি সত্ত্বা বিকাশে বই অপরিহার্য। ইন্টারনেট পৃথিবীর যে-কোনো গ্রন্থাগারে রক্ষিত মূল্যবান গ্রন্থের অনুলিপি পেতে সাহায্য করতে পারে ফলে মানুষের জ্ঞান পিপাসা আরও বাড়তে পারে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টয় বলেছেন, 'জীবনে মাত্র তিনটে জিনিস প্রয়োজন হয়— বই, বই এবং বই।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে।"

বছরের প্রথম কালবৈশাখীর তাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল : বছরের প্রথম কালবৈশাখীর তাণ্ডবে জেলাজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সবথেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন বোরো চাষিরা। গাছের ডাল ভেঙে রাস্তাঘাট যানবাহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যুতহীন হয়ে পড়ে বর্ধমান শহর সহ গ্রামবাংলা।

বর্ধমান সদর, গলসি, ভাতাড়, মঙ্গলকোট, রায়না, খণ্ডঘোষ, জামালপুর, কালনা সহ বিস্তীর্ণ এলাকাতে বোরো চাষিদের মাথায় হাত। একেবারে পাকা ধানে মই-র সামিল। চাষিদের মতে পাকা ধান ৭৫ শতাংশ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। ঝড়ের এতই তীব্রতা ছিল যে পাকা ধান গাছ থেকে জমিতে ঝড়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকা গাছ নুইয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ৭৫ শতাংশ। পাশাপাশি তীব্র ঝড়ে জেলাতে অনেক কাঁচাবাড়ি ভেঙে পড়ে। গাছ পড়ে বাড়ি ভেঙে পড়ে। এতে মঙ্গলকোটের এক প্রৌঢ়ার (৭০) মৃত্যু হয়। কালনা এস.টি.কে.কে রোড ধরে যাবার পথে গাছ পড়ে এক গাড়ি চাপা পড়ে। দুজন আরোহীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। এস.টি.টি.কে রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়। গাছ ভেঙে বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় অনেক ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ রাজধানী এক্সপ্রেস বর্ধমান স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায়।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহকচাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

আলোচনা সভা

—প্রথম পাতার পর

আন্দোলনের নেতা বিবেক চৌধুরী। দেবাশিস চক্রবর্তী বর্তমান জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং তার বিপদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মকে সামনে রেখে শ্রেণি আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইছে এবং মানুষের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চাইছে তার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে লড়াই পরিচালনা করার কথা বলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজ সংস্কৃতি পত্রিকার সম্পাদক অনুপ মিত্র। কয়লা খনির কান্না ও বিবিধ প্রসঙ্গ গ্রন্থটির মূল্য একশো ষাট টাকা।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. 'ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক' ১৮৯৯ সালের ১৭ এপ্রিল। ২. ১৯৬৩ সালের ১৭ এপ্রিল, যুগোস্লোভিয়া দেশে। ৩. ১৭৮৬ সালের ১৮ এপ্রিল। ৪. বোম্বাই-এ, ১৮৫৩ সালের ১৮ এপ্রিল। ৫. ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল। ৬. ১৭৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল। ৭. প্যারী শহরে, ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল। ৮. ১৮৮৫ সালের ২১ এপ্রিল। ৯. ১৮৮৫ সালের ২১ এপ্রিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০. সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন। জন্ম ৩০.১১.১৮৩৫, মৃত্যু ২১.০৪.১৯১০। ১১. জন্ম ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল, মৃত্যু ২১.১.১৯২৪। ১২. ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল, ৫ লক্ষ মানুষ।

রেল হকার ইউনিয়নের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ এপ্রিল : রেলগেট পারাপার ও স্টেশন চত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে অভিনব উদ্যোগ নিল রেল হকাররা। বিভিন্ন রকমের প্রচারের মধ্যে দিয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করে তোলাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। প্রচারের মধ্যে রয়েছে পোস্টারিং, মাইকিং, পথসভা শেষে বড় রকমের জনসভাও। পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের কালনা শাখা সম্পাদক সঞ্জিত মুখার্জী (বাবু) জানান, ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেল সেকশনের বাঘনাপাড়া স্টেশনে বেশ কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। সেগুলি হল—জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে রেলগেট পারাপার করেন কিছু মানুষ। গেট ফেলার হর্ন শুনেও তারা যানবাহন নিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকে পড়েন। বললে গেটম্যানকে গালাগালি, হুমকি কোনোটাই বাদ যায় না বলে অভিযোগ। স্টেশন চত্বরের রেলিং-এর উপর কাঁথা-বালিশ শুকানো হয়। রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর ফসল ঝাড়াই-মাড়াই করা হয়। স্টেশন চত্বরেই গোখাদ্য পালা দিয়ে রাখা হয়। প্ল্যাটফর্মের উপরেই ছানার জল ফেলে পরিবেশ দূষণ করা হয়। এই সব সমস্যা দূর করতেই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে মানুষকে সচেতন করতে একগুচ্ছ প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রেল পুলিশের নবদ্বীপ আউট পোস্টের ও.সি প্রতাপ সরকার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ ও স্বাগত জানিয়েছেন।

ঘুষকাণ্ডে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জেলা জুড়ে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ এপ্রিল : সারদাকাণ্ডে দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার কালনার বৈদ্যপুরে মিছিল সংগঠিত হয়। সিপিআই(এম) কালনা-২ পশ্চিম লোকাল কমিটির উদ্যোগ শিরীষতলায় জমায়েত হয়। সেখান থেকে মিছিল শুরু হয়ে বৈদ্যপুরের রথতলায় শেষ হয়। মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে অভিযুক্তদের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। তাদের গ্রেপ্তার করে সিবিআই হেফাজতে রেখে তদন্ত চালাতে হবে।

সিপিআই(এম) কালনা-১ উত্তর লোকাল কমিটির উদ্যোগে মিছিল হয় ধাত্রীগ্রামে। সেখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন মধু সিংহরায়। কালনা-১ দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে মিছিল হয় নিভুজিবাজারে। কালনা শহর লোকাল কমিটির মিছিলটি চকবাজার থেকে শুরু হয়ে গোটা কালনা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলগুলিতে হাঁটেন বীরেন ঘোষ, আমিল শেখ, কেশব ঘোষ, গৌতম দত্ত প্রমুখ। মিছিল হয় মেমারিতে। মিছিল বাজার পরিক্রমা করে মেমারি চকদিঘি মোড়ে শেষ হয়। চকদিঘি মোড়ে একটি পথসভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) জোনাল কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার। তিনি বলেন, শাসকদলের মন্ত্রীদের যারা দোষী প্রমাণিত হয়েছেন তাদের গ্রেপ্তার করে জেরা করতে হবে এবং মন্ত্রীপদ থেকে তাঁদেরকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। মুখমন্ত্রীকেও জেরা করতে হবে। রাজ্য তৃণমূলের সাথে বিজেপির গোপন আঁতাত এখন আর কারও কাছে অজানা নয়। গোটা রাজ্যে এখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু, তৃণমূল সরকারের কোনো কর্মসূচি নেই। নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন অভিজিৎ কোঙার, প্রশান্ত কুমার, পিন্টু ভট্টাচার্য, অশোক যশ ও অন্যান্য পার্টি নেতৃবৃন্দ। গলসীতেও মিছিল ও পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন মতিয়ার রহমান, সেখ সাইদুল হক ও কমল সরকার।

ট্রাক্টর বোঝাই ধান-গাছ সহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ এপ্রিল : ট্রাক্টর বোঝাই ধানগাছ সহ গতকাল দুজনকে গ্রেপ্তার করে কালনার বুলবুলিতলা ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত খোকন ও মোহন বাগের বাড়ি কালনা থানার মেদগাছি গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা আদালতের নির্দেশ অমান্য করেছে। তৃণমূল পরিচালিত কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আয়েব নবী সেখ জানান— ৩৫ বছর আগে কৃষকসভার পক্ষ থেকে ২২ বিঘা জমি ১০০টি গরিব পরিবারের মধ্যে বিলি করা হয়। সেই থেকেই ওই গরিবরা জমি দখলে রেখে চাষ-আবাদ করে আসছে। এবারও তারাই জমি চাষ করেছে। সেই কৃষকদের মধ্যে একজন মোহন বাগ জমির কাটা ধান ট্রাক্টরে বোঝাই করে বাড়ি আনছিলেন। মেদগাছি বাজারে ওই ট্রাক্টরটি আটক করে ও মোহন বাগকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে পুলিশ তার ভাই খোকনকে ফোন বাজারে ডেকে এনে তাকেও গ্রেপ্তার করে। সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ উত্তর লোকাল কমিটির সম্পাদক আমিল সেখ বলেন, ওই জমির মালিকানা নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। গরিব মানুষগুলি দীর্ঘদিন জমি দখলে রেখে চাষ করে আসছেন। এ মরশুমেও তারাই চাষ করেছেন। নিজে হাতে রোপন করা ধান কেটে তারা কি অপরাধ করেছেন? এটা জুলুম ছাড়া আর কী বলবো? কালনা থানার এক পুলিশ অফিসার জানান ওই জমিতে ১৪৪ ধারা বলবৎ আছে। তা অগ্রাহ্য করার জন্যই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

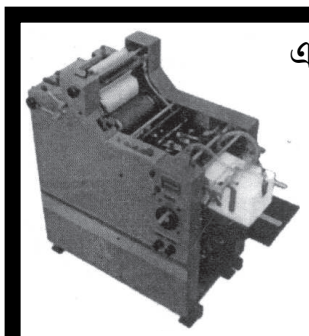
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
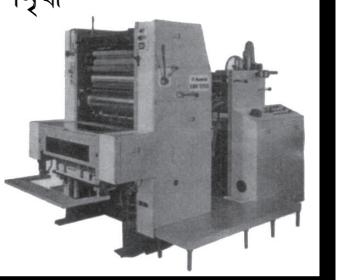
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা